বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

31 October, 2012 Page: Front

সা ক্ষা ৎ কা র

পিয়েরে অ্যাবি নেদারল্যান্ডসভিত্তিক ইউরোপের প্রথম সারির ট্রায়োডস ব্যাংক এনভির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ও নির্বাহী বোর্ড সদস্য। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ব্যাংকিং অন ভ্যালুজের (জিএবিভি) সভায় যোগ দিতে ১৮ অক্টোবর ঢাকায় আসেন তিনি। কথা বলেন বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের আর্থিক খাত নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাসনিম মহসিন

# বড় ব্যাংকের পতন দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে

*বিশ্বব্যাংকিং খাতের সর্বশেষ পরিস্থিতি কী?*

বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বের ব্যাংকিং খাত অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ সময় সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো এ খাতকে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে। এ প্রণোদনাগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবারও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে এবং এখনো রাখছে। তবে এখন প্রয়োজন আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের মানসিকতার পরিবর্তন, যা এখনো দৃশ্যমান হয়নি।

*মানসিকতার পরিবর্তন বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?*

ব্যাংকিং নীতিমালা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হয়। গ্রাহকদের স্বার্থের কথা যেমন বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, তেমন বিনিয়োগকারীদের কথাও চিন্তা করতে হয়। একসময় শুধু মুনাফা বাড়ানোর তাড়নায় পরিচালিত হতো আর্থিক খাত। কিন্তু এখন এ মানসিকতায় পরিবর্তন আনা জরুরি। মনে রাখতে হবে, আমানতকারীদের কাছে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা রয়েছে। সে সঙ্গে এমন খাতগুলোয় বিনিয়োগ করা প্রয়োজন যেন তা সাধারণ মানুষের কাজে আসে। শুধু মুনাফা নিশ্চিত হয়, এমন খাতে বিনিয়োগ

এরপর ›› পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## বড় ব্যাংকের পতন দেশের অর্থনীতিতে

১ম পৃষ্ঠার পর

করা উচিত হবে না। কারণ আমানতকারীদের অর্থ উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাংক কর্মকর্তারা নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ।

*আইন থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকিং খাতে বড় ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে কেন?*

আইন দিয়ে অবশ্য অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মনীতি মানতে বাধ্য করা যায়। তবু কেবল আইনই কিন্তু দুর্নীতি রোধ করতে পারে না। নীতিনির্ধারকদের মানসিকতা বা এজেন্ডা পরিবর্তন করাটা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

*বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?*

বাংলাদেশকে আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। কারণ এখানে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে সমাজে প্রচুর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর ভালো তত্ত্বাবধানব্যবস্থা রয়েছে। সে সঙ্গে ব্যাংকগুলো মূলত কোন খাতে ঋণ দেবে তারও সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানকার আর্থিক খাত যেখানে ঋণ দেয়া দরকার, সেখানেই দিচ্ছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সম্পদ বাড়াতে সহায়তা করছে।

*এ খাতে কী কী সম্ভাবনা চোখে পড়েছে?*

অসংখ্য উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী এ দেশে ব্যাংকঋণ অথবা বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। আবার আমানতকারীদের কাছে প্রচুর অর্থ রয়েছে, যা বিনিয়োগের সন্ধান করছে। ফলে ব্যাংকের ভূমিকা হবে এ দুটির সমন্বয় ঘটানো।

*বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য আপনার কী পরামর্শ?*

প্রকৃত অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করতে ব্যাংকগুলোকে বাধ্য করতে হবে। কোনো ধরনের স্পেকুলেটিভ বাজারে বিনিয়োগ না করে তারা যেন উৎপাদনশীল খাতের দিকে মনোযোগ দেয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে ওই বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সম্পদের সুষম বণ্টনে সহায়ক হবে।

*ব্যাংকিং খাতের বর্তমান ঝুঁকিগুলো কী?*

ব্যাংক মানেই ঝুঁকি। তবে আলাদা করে ঝুঁকির কথা বলতে গেলে দেশের নীতিনির্ধারকদের একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। তা হচ্ছে, কোনো একটি ব্যাংক যেন কখনই খুব বেশি বড় ও শক্তিশালী না হয়ে ওঠে। কারণ একটি ব্যাংক যত বেশি বড় হবে তার গ্রাহকসংখ্যাও হবে তত বেশি। সে ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ব্যাংকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাংকটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রাহকও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যার প্রভাব অর্থনীতিতে হবে নেতিবাচক। ফলে একটি শক্তিশালী ব্যাংকের পতন দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।

*আগামীতে বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হতে পারে কোনগুলো?*

পরবর্তী বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্বাচন করতে গেলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সেটি হলো সামনের দিনগুলোয় সমাজ ও বিশ্বে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। প্রতিটি শিল্পে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি পরিবর্তিত হয়। নতুন পণ্যের চাহিদাও তৈরি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বর্তমানে আমি কৃষি ও খাদ্য এবং জ্বালানিকেই দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছি। মূলত সবগুলো ইস্যুই এখন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে বিশ্ব এখন জ্বালানি দক্ষতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা কম্বাইন্ড জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। এ ছাড়া কৃষি ও খাদ্য এমন একটি খাত, যার চাহিদা সবসময়ই থাকবে।